তরুণরা কি রাজনীতিবিমুখ

● কামরুন নাহার তানিয়া

কৌতুক করে বলা হয়ে থাকে, প্রথম সারির মেধাবী শিক্ষার্থীরা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকে। মাঝারি মানের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং তারাই প্রথম সারির শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করে। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা রাজনীতিতে প্রবেশ করে মন্ত্রী হয় এবং এদের কথায় আগের দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ওঠবস করে। আর যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-ই হতে পারেনি, তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে ওপরের সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু এই কৌতুকটিইবা কেন, রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে আরো কত রকম যে কৌতুক আছে! কৌতুকের জগৎ থেকে বেরিয়ে বাস্তবতার দিকে একটু চোখ মেলে তাকালেই টের পাওয়া যায়, রাজনীতি আজ কোন স্তরের ব্যক্তিদের হাতে কুক্ষিগত, রাজনীতিতে মেধাবীদের অবস্থান কোন জায়গায়। বিভিন্ন সমাবেশে রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই তরুণদের প্রতি বেশ গালভরা বাণী শুনিয়ে থাকেন, 'এই তরুণরাই ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দেবে, দেশের হাল ধরবে ইত্যাদি ইত্যাদি।' কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মেধাবী তরুণরা নয়, বরং দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব উঠে আসছে পরিবারতন্ত্রের হাত ধরে, নয়তো এককালের ছাত্র নামধারী টেন্ডারবাজ অছাত্রদের মাঝ থেকে। আর এভাবেই দেশের রাজনীতিতে মেধাবী তরুণদের অংশগ্রহণের খরা চলছে বছরের পর বছর ধরে। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ যোগ্য নেতৃত্ব থেকে, রাজনীতি হচ্ছে কলুষিত।

দেশের এমন করুণ পরিস্থিতিতেও বহু তরুণের মাঝে রাজনীতি নিয়ে দেখা যায় আশ্চর্য ধরনের নির্লিপ্ততা। যেন তাদের কিছুই করার নেই। ফেসবুকে তরুণদের প্রোফাইলে প্রোফাইলে ঘুরে একটি বাক্যই চোখে পড়ে খুব 'I hate politics'। কিন্তু কেনইবা তরুণদের এই রাজনীতিবিমুখতা? এ নিয়েই কথা হলো বেশ কয়েকজন তরুণের সঙ্গে। রাজনীতি নিয়ে তাদের বেশিরভাগেরই কোনো আগ্রহ নেই বলে জানালেও কথা বলতে গিয়ে দেখা গেল, দেশ ও রাজনীতি নিয়ে তারা বেশ ভালোই ভাবেন। তাদের কাছ থেকেই জানা গেল, রাজনীতির কোন দিকগুলো তারা ঘৃণা করেন, কেনইবা তারা রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, কীভাবেইবা আসবে পরিবর্তন, তারা নিজেরা কীভাবে কাজ করতে চান। চলুন সেসব সম্পর্কে জানা যাক।

রাজনীতির নেতিবাচক দিক : চাই পরিবর্তন

বিএম কলেজের (বরিশাল) চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী নুরে আলমের মতে, বর্তমান রাজনীতিতে সুস্থতা বলে কিছু নেই। এখন শুধুই প্রতিহিংসা, হানাহানির রাজনীতি চলছে। সদ্য মাস্টার্স শেষ করা আশরাফুল ইসলাম দুর্জয় বলেছেন গণতন্ত্রবিহীন রাজনৈতিক চর্চা, রাজনৈতিক নেতৃত্বে লেজুড়বৃত্তি-চামচামির পরিবর্তনের কথা। ২১ বছরের রাহাত লতিফ তৌসিফ চায় রাজনীতি থেকে পরিবারতন্ত্রের উচ্ছেদ। অসৎ, অযোগ্য, নীতিহীন, অশিক্ষিত, চরিত্রহীন লোকজনের উপস্থিতিমুক্ত রাজনীতি দেখতে চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়নের শিক্ষার্থী মাশরাফি বিন মোবারক। জনগণের সেবা নয়, বরং নেতারা নিজেদের পকেট ভরতেই রাজনীতিতে আসেন, নেতাদের এমন মানসিকতাও মাশরাফিকে হতাশ করে তোলে। অল্পবয়সী গৃহিণী ফজিলাতুন্নেসা রাজনীতিতে টাকার খেলা আর দেখতে চান না। রাজনীতিতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুম, হত্যা নিয়েও তরুণদের মাঝে বেশ অসন্তোষ দেখা গেল। তরুণ শিক্ষক সঞ্জিৎ মণ্ডল বললেন নেতাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা, 'আমার কাছে নেতাদের একটা দিক অবশ্য বেশ মজা লাগে। সব দলের নেতাদের মাঝেই একটা দিক দিয়ে খুব মিল দেখা যায়, তা হলো তারা সবাই মিথ্যাবাদী আর ভণ্ড।'

●●●

দেশের দ্বিতীয় সংসদ বলে খ্যাত 'ডাকসু'র কার্যক্রম বন্ধ ২৪ বছর ধরে। একই অবস্থা 'জাকসু', 'রাকসু', 'চাকসু'তেও। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে এসব সংগঠন অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর রাজনীতির চর্চা একেবারেই হচ্ছে না। ছাত্র রাজনীতির নামে হচ্ছে শুধু অপরাজনীতি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, হল দখল, অস্ত্রবাজি। এখানে মেধাবী তরুণদের যেন বিন্দুমাত্র স্থান নেই

কীভাবে আসবে পরিবর্তন

রাজনীতির অন্ধকার গুমোট ও দমবন্ধকর অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে আসবে সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল তরুণ প্রজন্মের কাছে। সৎ ও যোগ্য একজন নেতার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই, যিনি একদিন এসে রাজনীতির হাল ধরে জনগণের ভাগ্যের উন্নতি ঘটাবেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ফারিহা তায়্যেবা মনে করেন, নষ্ট রাজনীতির পরিবর্তনের জন্য দলগুলোর ভেতরেই ব্যাপক পরিবর্তন হওয়া দরকার। অসৎ রাজনীতিবিদদের বর্জন করার

কেমন নেতা চায় তরুণরা

একজন যোগ্য ও সৎ নেতার আবির্ভাবের মাধ্যমে দেশে পরিবর্তন আসবে বলে তরুণরা বারবার তাদের আশার কথা বলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী শাহিদা রিতা জানালেন তার ক্ষোভের কথা, 'এখন কেউ নেতা হতে চাইলে তাকে অবশ্যই উগ্র হতে হবে, তার অস্ত্র থাকতে হবে, গলাবাজি করা জানতে হবে। এসব গুণ(!) ছাড়া নেতা হওয়া সম্ভব নয়। এখন তো সততাই নেতা হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা।' তরুণদের প্রিয় নেতার তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদের কথাই তুলনামূলকভাবে বেশি উঠে এসেছে। জনগণকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা, তার দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা, স্বাধিকারের স্বপ্ন পূরণে অবদানের জন্য তরুণদের মধ্যে প্রিয় নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, শক্ত হাতে মুক্তিযুদ্ধের হাল ধরা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা ইত্যাদি গুণের কারণে তাজউদ্দীন আহমদের নামটিও তরুণদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। এছাড়াও মওলানা ভাসানী, জিয়াউর রহমান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কথাও অনেকেই বলেছেন। আবার অনেকেই নির্দিষ্ট করে কোনো নেতার নাম বলতেই নারাজ। যেমন তুহিন মুস্তাফিজের মতে, 'একেকজন নেতার একেক রকম গুণ রয়েছে। কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই নির্দিষ্ট একজন প্রিয় নেতার নাম বলা সম্ভব নয়।' কেউ কেউ বাংলাদেশের সব নেতার প্রতিই বিরাগ। তাই তারাও কোনো প্রিয় নেতার বলতে পারেননি।

মাধ্যমে পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করেন হাসান সাকীফ। জনগণের মাঝে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পরিবর্তন আনতে পারে বলে বললেন কেউ কেউ। স্কুলশিক্ষক তাজুল ইসলাম বলেছেন, 'একই ব্যক্তি দুবারের বেশি ক্ষমতায় আসতে পারবে না– এমন নিয়ম যদি চালু হয় তবেই নেতৃত্বে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আসবে, রাজনীতির নোংরামি কমে যাবে।' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আশিক রহমান, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপে কর্মরত আনোয়ার হোসেন, সরকারি বাঙলা কলেজের শিক্ষার্থী নিজাম আহমেদসহ আরো অনেক তরুণই মনে করেন দলের মধ্যে গণতন্ত্রায়নের ফলে রাজনীতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উম্মে শায়লা। কলেজ শিক্ষক তরিকুল ইসলাম বলেছেন, 'আমি চাই দেশের মধ্যে অন্যায়, অরাজকতা, দুর্নীতি বাড়তে থাকুক। বাড়তে বাড়তে এটি এমন এক অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছবে যে জনগণই তখন একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে।'

আমরা যদি না জাগি মা...

প্রায় সব তরুণের মাঝেই রাজনীতি নিয়ে বেশ হতাশা লক্ষ্য করা যায়। একটি বড় পরিবর্তনের অপেক্ষায় দিন গুনছে তরুণরা। কিন্তু কোনো আলাদিনের জাদুর দৈত্য এসে আমাদের সব কিছু এক নিমেষে ঠিক করে দিয়ে যাবে, রাজনীতিতে পরিবর্তন ব্যাপারটি তো এমন সহজ নয়। আমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। তাই তরুণদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, রাজনীতিতে এসব পরিবর্তন আনতে আপনি নিজে কীভাবে কাজ করবেন? এই প্রশ্নটি শুনে প্রায় সব তরুণের মধ্যেই পিছু হটে যাওয়া, লেজ গুটিয়ে পলায়নপর মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সবাই রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন চায়, প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে বর্জন করতে চায়। কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য আবার ওই দলগুলোর কাছ থেকেই সুবিধা নিতে কেউই পিছপা হচ্ছে না। ফলে ওই দুই দলের বৃত্তে আটকে পড়েছে পুরো দেশ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের কথা। তিনি বলেছেন, 'সবাই চায় স্বর্গে যেতে, কিন্তু কেউই মরতে রাজি নয়।' মেধাবী তরুণরা কেউই সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নিতে সাহসী বা আগ্রহী নয় বলেই মনে হলো তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। চিকিৎসক ইশরাত জেরিন তার হতাশার কথাই বললেন, 'রাজনীতিতে এসে সৎ, যোগ্য নেতারা কেউ টিকে থাকতে পারে না, তাদেরকে কিছুতেই কাজ করতে দেয়া হয় না।' তরুণদের বেশির ভাগই বলেছে, তারা নিজেরা নিজেদের কাজটুকু সৎভাবে করে দেশের প্রতি অবদান রাখতে চায়। শিক্ষার্থী নুরে আলম তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার আশপাশের মানুষ রাজনীতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবেন বলে ইচ্ছে জানিয়েছেন। আশরাফুল ইসলাম দুর্জয় কঠিন বাস্তবতার কথাই স্বীকার করেছেন, 'নতুন করে আমার কাজ করার কিছু নেই। জন্ম যেহেতু এখানে, আপস করে জীবন কাটাতে হবে।' শিক্ষক মাহবুবুর রহমান বলেছেন, 'পরিবর্তন আমরা সবাই চাই, কিন্তু আপনি-আমি একা কিছুই বদলাতে পারব না। আমাদের ভূমিকা দর্শকের। আমরা শুধু আমাদের ভাবনার কথা একে অন্যের কাছে শেয়ার করতে পারি। আমাদের সামর্থ্য এতটুকুই। যতদিন না উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের কান পর্যন্ত আমাদের কথাগুলো পৌঁছবে, ততদিন কিছুই বদলাবে না।' কিছু করতে না পারার অক্ষমতা থেকেই সূর্যতামসী প্রিয়া ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে, 'এখানে শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শেখানো হয় নিজে বাঁচলে বাপের নাম, আমরা পড়াশোনা করি গাড়িতে চড়ার জন্য, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বানিয়ে ফেলা হয় আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। আমি লজ্জিত এই সমাজে আমার জন্ম হয়েছে বলে, এই সমাজের অন্যায়-অবিচার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হচ্ছে বলে।'

বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তরুণদের নেতা হওয়ার প্রক্রিয়া

একটি বিষয় বেশ লক্ষণীয় যে, তরুণদের নিজেদের মধ্যে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়ার ইচ্ছে প্রায় নেই বললেই চলে। তরুণদের এই নিস্পৃহতা দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যই আশঙ্কাজনক। রাজনীতির অঙ্গনে আমরা সহসাই যে নতুন ও সম্ভাবনাময় কাউকে পাবো তেমন কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। একদিনে কেউ নেতা হতে পারে না। নেতা হয়ে ওঠা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আর সে প্রক্রিয়াও বিভিন্নভাবে যেন এককথায় স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। বয়স্ক নেতারা ক্ষমতা শুধু তাদের হাতেই কুক্ষিগত করে রাখছেন। নতুন নেতা গড়ে তোলার জন্য কোনো ক্ষেত্র বা সুযোগ তারা রাখছেন না, তরুণদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন না। দেশের দ্বিতীয় সংসদ বলে খ্যাত 'ডাকসু'র কার্যক্রম বন্ধ ২৪ বছর ধরে। একই অবস্থা 'জাকসু', 'রাকসু', 'চাকসু'তেও। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে এসব সংগঠন অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর রাজনীতির চর্চা একেবারেই হচ্ছে না। ছাত্র রাজনীতির নামে হচ্ছে শুধু অপরাজনীতি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, হল দখল, অস্ত্রবাজি। এখানে মেধাবী তরুণদের যেন বিন্দুমাত্র স্থান নেই। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতি করার কোনো অপশনই নেই। ফলে নতুন, মেধাবী, যোগ্য নেতাও তৈরি হচ্ছে না। অথচ একসময় দেশের যে কোনো রাজনৈতিক সঙ্কটে তরুণ ছাত্ররাই আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব দিয়ে থাকত। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মেধাবী তরুণদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। অথচ দেশের ক্রান্তিকালে তরুণরা যেন নির্লিপ্ত, নির্বাক, বিচ্ছিন্ন। তারা জানে না কী করতে হবে।

প্রসঙ্গত অনেকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা গণজাগরণ মঞ্চের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের জেগে ওঠার কথা বলে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু এ নিয়ে শাহিদা রিতার রয়েছে ভিন্ন মত। তিনি বলেন, 'গণজাগরণ মঞ্চ কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়নি। হঠাৎ করেই এই মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। এ মঞ্চ নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবি করেছিল, যদিও পরে তা আর রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকেনি। এখানে অনেকের মাঝেই আমরা নতুন নেতার স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। ■